সারিস্কা

শঙ্খশুভ্র দেববর্মণ

मा वनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्रा: नीनशन् वनात् |
वनं हि रक्ष्यते व्याघ्रौ: व्याघ्रान् रक्षति काननम् ||
महाभारत

বাঘ বিচরণ করে এমন অরণ্য ধ্বংস করো না। ওই অরণ্যের বাঘদের মেরে নিশ্চিহ্ন করো না। ছায়াময় গোপনীয়তার আশ্রয় দেয় বলেই অরণ্য-রক্ষকের ভূমিকা পালন করে বাঘ। বাঘ আর অরণ্য একে অন্যের পরিপূরক। - মহাভারত

বাঘের দেখা তো সহজেই মেলে চিড়িয়াখানায়। খাঁচাবন্দি বাঘ আর গহীন অরণ্যের মাঝে অধিপতির মতো ঘুরে বেড়ানো বাঘ দেখার মধ্যে রয়েছে আসমান জমিন ফারাক। জানুয়ারির এক শীত সকালে তাই অরণ্যের মাঝে বাঘ দেখার জন্য রওয়ানা দিলাম সারিস্কা। সেখানে আমাদের দু রাত কাটানোর জন্য নির্ধারিত স্থান ছিল সারিস্কা প্যালেস। ১৮৯২'এ সারিস্কার ঘন অরণ্যের এক প্রান্তে আলিশান এই রাজপ্রাসাদ গড়েছিলেন আলয়ারের তৎকালীন মহারাজা। আসলে ইংল্যান্ডের মহারাণীর পুত্র ডিউক অফ কন্যাট'এর সম্মানে নাকি এই রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। তবে আকারে প্রকারে রাজপ্রাসাদ হলেও এ ছিল শিকারের পর মহারাজা আর তার সম্মানিত অতিথিদের বিশ্রামাগার। স্বাধীনোত্তর কালে এই রাজপ্রাসাদ হয় হেরিটেজ হোটেল! নিঃসন্দেহে সারিস্কা প্যালেসে রাজকীয় অভিজ্ঞতাও আমাদের ভ্রমণকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছিল।

প্রথম দিন আমরা রাজপ্রাসাদের চত্বরেই কাটালাম। ভালোই লাগল। রাত্তিরে বন্ ফায়ারের সামনে স্থানীয় শিল্পীদের গান আর কালবেলিয়া নাচ দেখে মুগ্ধ হলাম। তারপর এলাহি খানাপিনার আয়োজন। পরদিন সাতসকালে উঠে পড়লাম। হালকা ব্রেকফাস্টের পর গাড়ি নিয়ে ছুটলাম অরণ্য অভ্যন্তরে। সংখ্যায় বেশি ছিলাম বলে আমাদের তিনটে সাফারি জিপ নিতে হয়েছিল। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত অরণ্য অভ্যন্তরে পর্যটকেরা তাদের নিজেদের গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করতে পারেন না। ভ্রমণের জন্য বনদপ্তরের ব্যবস্থানুযায়ী সাফারি জিপ ভাড়া নিতে হয়। পর্যটকদের জন্য দিনে দু'বার সারিস্কার সংরক্ষিত অরণ্য ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। সকাল আর বিকেল বেলা। সাফারিগুলির জন্য বরাদ্দ সময় প্রায় আড়াই ঘণ্টা। বাঘ দেখার আশায় আমরা সবাই কিছুটা উত্তেজিত। এর মধ্যে আমাদের সঙ্গী প্রবীণ আর স্নেহি সামনাসামনি বাঘ দেখার কাহিনী বলছিল। ওরা কিছুদিন আগেই জিম করবেট পার্ক ঘুরে এসেছে। বাঘ দেখেছিল সেখানেই। স্নেহির তার বাঘ দেখার অভিজ্ঞতা বেশ জমিয়ে বলছিল। আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা তা শুনছিল হা করে! ছমছমে ছায়াময় অরণ্যে ঠাণ্ডার অনুভূত হচ্ছিল বেশ ভালোই। সঙ্গীরা তাদের জ্যাকেট আর পুলওভার ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। শিহরিত কিছু বন্যদৃশ্য দেখার আশায় আমি অবশ্য ক্যামেরা হাতে নিয়ে রেডি! আমাদের জিপের চালক ইন্দর চৌহান বনদপ্তরের কর্মী। সারিস্কা, রনথম্ভোর এবং জিম করবেট পার্কে কাজ করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। সারিস্কা এবং এই অরণ্যের পশুপাখি সম্পর্কে তার দেওয়া তথ্য সমৃদ্ধ করেছিল আমাদের।

সাতসকালে উঠতে হয়েছিল বলে সাফারির শুরুতে আমাদের অনেকেই বিরক্ত হয়েছিল। শীতের সকালে লেপ কম্বলের উষ্ণতা ছেড়ে কারই বা সাফারি করতে মন চায়। কিন্তু ব্যাঘ্র-দর্শন বলে কথা। বেলা বাড়তেই দেখলাম অরণ্যে বাঘ

দেখার আশায় সবাই ব্যাকুল। ইন্দারজী বলছিল, অরণ্যে বাঘের দেখা পাওয়াটাও নাকি আদতে ভাগ্যের ব্যাপার! এদিকে আমি ক্যামেরা হাতে প্রস্তুত থাকলেও বুঝতে পারছিলাম চলন্ত গাড়িতে বসে ছবি তোলা কতো কঠিন। আরও কষ্টসাধ্য ব্যাপার অরণ্যের পশুপাখিদের ছবি তোলা।

ঝোপের মাঝেই হঠাৎ দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে একটি সম্বর। ছবি তুলতে গিয়ে দেখি সম্বরের পেছনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে একপাল চিতল হরিণ। দেখলাম চার পাঁচটি ময়ূর ময়ূরী। আর যথারীতি রয়েছে বানর আর হনুমানের দাপাদাপি। সারিস্কার হ্রদে ভিড় জমায় পরিযায়ী পাখিরা। দেখলাম জলাধারের পাশে নরম মাটিতে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে দু'টি কুমীর। আরাবলি পার্বত্যশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত পর্ণমোচী অরণ্য সারিস্কায় বৈচিত্র্যের অভাব নেই! ৮৬৬ স্কোয়্যার কিলোমিটার বিস্তৃত এই অরণ্যে (৪৯৮ স্কোয়্যার কিলোমিটার কোর এরিয়া সহ) সিংহ বাদে প্রায় সব ধরণের পশুপাখিই রয়েছে। পর্যটকদের কাছে সারিস্কার আকর্ষণ তাই অনন্য। তবে শুধু পর্যটকদের কাছে নয়, সারিস্কা এক সময় হয়ে উঠেছিল চোরা শিকারিদের সোনার খনি।

শঙ্কিত পশুপাখির ডাক শুনে সাফারির সময় ইন্দারজী বেশ কয়েকবার গাড়ি থামিয়েছিল। বাঘের উপস্থিতি টের পেলে নাকি অরণ্যের পশুপাখিরা নিজেরা সর্তক হয়ে উঠে; বিশেষভাবে ডাকাডাকি করে অন্যান্য সঙ্গিসাথিদেরও সতর্ক করে দেয়। অনিশ্চয়তার অরণ্যে তখন ছড়িয়ে পড়ে এক অদ্ভুত আতঙ্ক। থমথম করে পরিবেশ। ইন্দারজী আমাদের শোনাচ্ছিল সারিস্কার সেই কাহিনী।

‘‘১৯৭৯ থেকেই সারিস্কায় শুরু হয়েছিল ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প। নাটকীয়ভাবে কিন্তু সেই প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সারিস্কায় বাঘের সংখ্যা দ্রুত

কমছে – এ কথাটা কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। চোরা শিকারিদের যোগসাজশে বনদপ্তরের কিছু দুর্নীতিগ্রস্থ আধিকারিক তবু সমানে প্রচার করছিল যে, সারিস্কায় বাঘের সংখ্যা ঠিকই আছে। ২০০৪'এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বলা হয়েছিল সারিস্কায় মোট বাঘের সংখ্যা ১৮। আসলে একটি বাঘও তখন আর সারিস্কায় ছিল না। সংসারচান্দ নামে এক অতি কুখ্যাত আন্তর্জাতিক চোরাশিকারি বনদপ্তরের দুর্নীতিগ্রস্থ আধিকারিকের প্রত্যক্ষ মদতে সারিস্কায় সব বাঘ মেরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। সরাসরি চোখে দেখা তো দূরের কথা, বাঘের পায়ের চিহ্ন কিম্বা পাগ মার্ক এবং গাছের দেহে বাঘের নখের আঁচড় পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। চোরাকারবারিরা ভারত থেকে নেপালে পাঠায় বাঘের চামড়া এবং অন্যান্য অংশ। নেপাল হয়ে বাঘের সেইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৌঁছায় চীনে। সিঙ্গাপুর সহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কালো বাজারে বাঘের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে চলে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। বাঘের একটি দাঁত সে সব দেশের কালো বাজারে বিকোয় ৭শ ইউ এস ডলারে, চামড়ার দর উঠে ২০ হাজার ডলারের ওপর, ৬শ পাউন্ডে বিকোয় এক কেজি বাঘের হাড়। চোরাশিকারিরা সারিস্কার বাঘ মেরে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং হাড়গোড় যে চীন সহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কালোবাজারে পাচার করেছিল – এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম এবং পরিবেশ সংরক্ষণবাদীরা সারিস্কার ঘটনা নিয়ে সরব হয়। ২০০৫'এর জানুয়ারিতে প্রখ্যাত সাংবাদিক জয় মজুমদার সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য ফাঁস করেন যে, সারিস্কায় সত্যি কোনও বাঘ আর বেঁচে নেই। এগিয়ে আসে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফাণ্ড। টনক নড়ে ভারত সরকারের। অরণ্যের বাঘ হত্যা নিয়ে গোটা বিশ্বে এর আগে এমন স্ক্যান্ডাল আর কোথাও হয় নি। ভারত সরকারের নির্দেশে তদন্তে নামে সি বি আই। সি বি আইয়ের তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। বাঘ গণনার নামে +বনদপ্তর

মিথ্যে পরিসংখ্যান দিয়েছিল। পাগ মার্ক বা বাঘের পায়ের চিহ্ন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল ভুল তথ্য। প্রমাণিত হয়, সারিস্কায় সত্যি কোনও বাঘ আর নেই। এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হয় সংসদ। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সংসারচান্দ; বরখাস্ত করা হয় বনদপ্তরের ভ্রষ্ট আধিকারিকদের। সারিস্কায় ব্যাঘ্র পুনর্বাসনের নামে গড়ে তোলা হয় নতুন প্রকল্প। .

তারপর সেই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য শুরু হয় তোড়জোড়। কী সেই প্রকল্প! রনথম্ভোর থেকে বাঘ এনে ছেড়ে দেওয়া হবে সারিস্কায়। সহজ ছিল না কিন্তু এই কাজ। দেশবিদেশের আর কোথাও এর আগে এমন ঘটনা ঘটে নি। এক অরণ্যের পশু সাধারণত ভিন্ন আর এক অন্য অরণ্যে মানিয়ে নিতে পারে না। মানিয়ে নিতে না পারার কারণে নতুন পরিবেশে পশুরা মরে যায়। সারিস্কায় নিয়ে আসা রনথম্ভোরের বাঘেদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে পারে – এমন আশঙ্কা একটা ছিলই। ঝুঁকি তবু নিতে হয়েছিল। দু' বছর ধরে ক্ষেপে ক্ষেপে রনথম্ভোর থেকে বাঘ এনে সারিস্কায় ছেড়ে দেওয়া হবে। সারিস্কায় ছেড়ে দেওয়া রনথম্ভোরের মোট বাঘ আর বাঘিনীর সংখ্যা হবে পাঁচ। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারলে সারিস্কায় নিশ্চিত বৃদ্ধি পাবে ওদের সংখ্যা।

২০০৮'এর গ্রীষ্ম। দিনটা ছিল ২৫ জুন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার এম আই – সেভেন্টিন'এ খাঁচাবন্দী একটি বাঘকে রনথম্ভোর থেকে উড়িয়ে আনা হয় সারিস্কায় নবপানি হেলিপ্যাডে। এর আগে ঘুম পাড়ানি ওষুধের সাহায্যে বাঘটিকে কাবু করা হয়েছিল। হেলিকপ্টারের নিয়মিত ছয় সদস্য ছাড়াও ছিলেন ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া'র দুই আধিকারিক, রাজস্থান সরকারের কমিটি অন ফরেস্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড'এর এক সদস্য। সেদিন বেলা ১১.৪৫ মিনিটে রনথম্ভোরের

অনন্তপুর হেলিপ্যাড থেকে আকাশ পথে পাড়ি দেয় এম আই – সেভেন্টিন। সারিস্কায় নবপানি হেলিপ্যাডে অবতরণ করে ১২.২০ মিনিটে। এরই মধ্যে অচেতন বাঘের জ্ঞান ফিরে আসে। তারপর গাড়িতে চড়িয়ে আরও ২০০ কিলোমিটার দূরে এক আবদ্ধ স্থানে বাঘটিকে নিয়ে এসে ছেড়ে দেওয়া হয়। নতুন পরিবেশে রাজকীয় চালে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায় সেই বাঘ।উপস্থিত আধিকারিকদের মুখে হাসি ফোটে।

সারিস্কা একটা প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রনথম্ভোরের বাঘ এনে সারিস্কার অরণ্যে ছেড়ে দেওয়ার কাজটা সহজ ছিল না। রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়েছিল। গোটা কাজটি গোপনে সারতে সময় লেগেছিল পাক্কা চার ঘণ্টা। সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয় নি এই অপারেশনের কথা। এরপর একইভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল আরও কয়েকটি বাঘিনী আর বাঘকে। নতুন অরণ্য, নতুন পরিবেশে ওরা মানিয়ে নিয়েছিল। বাঘের উপযুক্ত অরণ্যের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সারিস্কা থেকে ৫'টি গ্রাম সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল অন্যত্র। বাঘ বাঁচানোর দায়িত্ব মেনে নিয়েছিল সেই গ্রামবাসীরাও। সরকারি প্রতিশ্রুতি পেয়ে নির্বিবাদে সরে গিয়েছিল ওরা। সারিস্কা ফের কেঁপে উঠেছিল বাঘের গর্জনে। ২০১৪'র আগস্টে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সারিস্কায় মোট বাঘের সংখ্যা ১৭। এদের মধ্যে ৭টি বাঘিনী, ২টি বাঘ এবং ৪টি বাচ্চা।

পরিবেশবাদীরা অবশ্য সারিস্কায় এইভাবে বাঘ-নিশ্চিহ্নীকরণ সমস্যার সমাধান মেনে নিতে পারেন নি। ওদের বক্তব্য ছিল, বসরকার বরং চোরাশিকারি আর দুর্নীতিগ্রস্থ বনদপ্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিক; অরণ্যের পশুপাখির সংরক্ষণে প্রণয়ন করুক আরও কঠোরতর আইনকানুন।

কেননা, দুর্নীতিগ্রস্থ বনদপ্তরের যোগসাজশে এক অরণ্যে চোরাশিকারিরা বাঘ সহ অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির পশুপাখি মেরে সাফ করে ফেলবে। সরকার তারপর ভিন্ন কোনও অরণ্য থেকে সেইসব পশুপাখিদের ফের নিয়ে আসবে। অরণ্য সংরক্ষণ এ ভাবে হয় না। গোটা ব্যাপারটাই অনৈতিক। ... পরিবেশবাদীদের এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ না করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু সারিস্কার পরিস্থিতি এমন লজ্জাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ওই সময়ে রনথম্ভোর থেকে বাঘ না এনে হয়তো অন্য কোনও উপায় ছিল না।''

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম আমরা ইন্দারজী'র বলা সারিস্কার সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। সম্বিত ফিরল হনুমানের দাপাদাপিতে। গাছের ওপর একদল হনুমান লাফালাফি করছিল। এদিকে ধীরে চড়া হচ্ছিল রোদ। কমে আসছিল শীতের রুক্ষতা। প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছিল পর্ণমোচী অরণ্যের রূপ আর রঙ। মনে হচ্ছিল কোনও এক অদৃশ্য শিল্পী আপন খেয়ালে সৃষ্টি করে চলেছেন নয়নাভিরাম সব চিত্র। এরই মধ্যে আচমকা আমাদের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল একটি হৃষ্টপুষ্ট নীলগাই। দেখেই বোঝা যায় অমিত শক্তিশালী এই পশু। ইন্দার জী আমাদের জানাল, রাজস্থানের বিভিন্ন হাইওয়েতে নীলগাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া ছোট গাড়ি উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটে আকছার। কিছুক্ষন পরে নীলগাই আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম আমরা!

বাঘের দেখা তখনও পাই নি। বালুতে হায়েনার পায়ের চিহ্ন দেখলাম। আর দেখলাম বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। অনেক প্রজাতির নাম জানি না। ইন্দারজী প্রায় সব প্রজাতির পাখিই চেনে। আমাদের গাড়ির সামনেই লাফিয়ে রাস্তা পেরোল

একপাল হরিণ। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় জঙ্গল সাফারি আমাদের ভালোই লাগছিল। চলন্ত জিপে না বসে আমি আর কনক দাঁড়িয়েই সারাটা ক্ষণ কাটালাম। ফেরার সময় হয়ে এসেছিল। বাঘের দেখা তবু পেলাম না। তবে শীতকালিন অরণ্যের রূপ আর পরিবেশে মুছে গিয়েছিল বাঘ না দেখতে না পাওয়ার দুঃখ। কলুষতাহীন তাজা হাওয়া বয় বলেই হয়তো বিষাদের কোনও অবকাশ নেই অরণ্যে।

বুঝলাম, অরণ্য সম্রাটকে সম্মান জানানোই অলিখিত নিয়ম। ইচ্ছে হলে তিনি দর্শন দেবেন; নয়তো সাক্ষাৎ পাওয়া ভার। অথচ কোনও না কোনওভাবে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দেন অরণ্যে তার সদম্ভ উপস্থিতির কথা। রাজকীয় চালচলন।

আড়াই ঘণ্টার অরণ্য ভ্রমণ সেরে ফিরে এলাম সারিস্কা প্যালেসে। ঘড়ির কাঁটা তখন এগারোটা ছুইছুই। আমরা সবাই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। খানিক বিশ্রামের পর স্নান সেরে নিলাম। দুপুরের খাবার খাওয়ার পর নিজ শহরে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হলাম। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্টের সময় একটা শব্দ শুনলাম। আবারও সেই শব্দ। শব্দ নয় – গর্জন। শীতার্ত বাতাসে ভেসে আসছিল রক্ত হিম করা সেই গর্জন। সারিস্কার অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তার সদম্ভ উপস্থিতির কথা। অরণ্যের অধীশ্বর এইভাবেই ঘোষণা করে তার অস্তিত্ব।

গাড়িতে নিজ শহরে ফিরে আসার সময় শেষবারের মতো পেছন ফিরে দেখে নিয়েছিলাম উদ্ধত আরাবলি পর্বত আর তার পাদদেশে গড়ে উঠা সারিস্কা অরণ্যকে। দূর থেকে সেই গহীন অরণ্য, সেই কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়কে কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছিল। ভাবছিলাম, আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন পশুপাখি আর অরণ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব। প্রকৃতি আর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সতর্কবার্তা উচ্চারিত হয়েছে বারবার পুরাণে, মহাকাব্যে। আধুনিক নগর সভ্যতায় জারিত

দাম্ভিক মানুষ তবু ভুলে গেছে পূর্বপুরুষদের সতর্কবার্তা। মুনাফার লোভে এই সময়ে মানুষ বারেবারে নষ্ট করেছে প্রকৃতির নিমগ্নতাকে; রহস্যভেদের নামে কলুষিত করেছে অরণ্যকে। পৃথিবীর সর্বত্র পশুপাখি মেরে, অরণ্য ধ্বংস করে মানুষ কি আসলে নিজের মৃত্যুকেই ত্বরান্বিত করছে না!